পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী সমাজে গণমাধ্যমের ভাবাদর্শগত ভূমিকাঃ এন্তোনিও গ্রামশির 'হেজিমনি' প্রত্যয়ের প্রেক্ষাপটে একটি পর্যালোচনা

আবু হাসানাত মোঃ কিশোয়ার হোসেন[১]

মোঃ মশিউর রহমান[২]

সারসংক্ষেপ ঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর মার্ক্সবাদের সৃজনশীল বিকাশে যার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ ও উল্লেখযোগ্য, তিনি হলেন ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা এন্টোনিও গ্রামশি (১৮৯১-১৯৩৭)। তিনি একাধারে দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, ফ্যাসিবাদ বিরোধী ও মার্ক্সবাদী তত্ত্ববিদ। "We must prevent this brain from functioning for twenty years." -মুসোলিনীর ফ্যাসিবাদী সরকারের কৌসুলীর এই আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ইতালীয় আদালত তাঁকে বিশ বছরের কারাদন্ড প্রদান করে। কিন্তু জেলে ঢুকিয়েও তাঁর চিন্তাশক্তিকে আটকিয়ে রাখা সম্ভব হয়নি। নিজের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা ও অর্ন্তদৃষ্টি প্রয়োগের মাধ্যমে মার্ক্সবাদ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক আন্দোলন, লেনিনবাদ, বিশেষ করে ইতালীতে শ্রমিক শ্রেণীর একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠাসহ বিভিন্ন বিষয়াবলীর উপর তিনি ২,৮৪৮ পৃষ্ঠার নোট লিখেছিলেন। পরবর্তীতে এগুলো নিয়ে "The Prison Notebooks", নামে একটি বই প্রকাশিত হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থায় পুঁজিবাদের অর্থনৈতিক সংকট-এর পতনকে অনিবার্য করে তুলবে– মার্ক্সবাদের এই অতিসরলীকৃত ভাষ্য এখন অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। পুঁজিবাদ টিকে আছে সমাজের উপরিকাঠামোর আধিপত্যবাদকে সংহত করে, মানুষের মেধা, মনন ও সংস্কৃতিকে দখলে রেখে। পুঁজিবাদ তার এই উদ্দেশ্যে সাধনে অত্যন্ত সাফল্যের সাথে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করেছে। ফলশ্রুতিতে, পুঁজিবাদে কেবল আধুনিকীকরণ হয়নি, সেই সাথে এটি বিশ্বব্যাপী ভোগসর্বস্ব অপসংস্কৃতি গড়ে তুলতে সফল হয়েছে। যা মতাদর্শ, শ্রেণী-চেতনা, শ্রেণী-অবস্থানসহ বিভিন্ন প্রশ্নসমূহকে গুরুত্বহীন ও অপ্রয়োজনীয় বলে প্রচার করছে। তাই আলোচ্য প্রবন্ধ সমাজে গণমাধ্যমে 'হেজিমনিক' ভূমিকার স্বরূপ উন্মোচনে একটি প্রয়াসমাত্র।

১৯ শে ডিসেম্বর, ২০০০ সালে প্রকাশিত 'Wall Street Journal' এর সম্পাদকীয় পাতায় কলামিস্ট George Melloan প্রায় ৬০ বছরের পুরোনো এন্তোনিও গ্রামশির ভাবধারাকে প্রসঙ্গক্রমে তুলে এনেছেন। তিনি Hudson

১. সহকারী অধ্যাপক, পপুলেশন সায়েন্সেস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

২. সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

Institute এর 'Policy Review' তে প্রকাশিত John Fonte এর বক্তব্যকে নির্দেশ করেন। 'Wall Street Journal' এর লেখকের মতানুসারে–

> "(Fonte) defines ideological split in America as a contest between present day Tocquevillians and disciples of the 20th-century Italian philosopher Antonio Gramsci, who drew on the ideas of Friedrich Hegel and Karl Marx... The Gramscians see any society, including America as an arena where the "marginalized" are necessarily at war with the privileged classes. Good old-fashioned class warfare, in other words."

অর্থাৎ, Fonte, বর্তমান মার্কিন সমাজের ভাবাদর্শগত অবস্থান বের করতে যেয়ে দুই ধরনের বিভাজন লক্ষ্য করেছেন। প্রথম ধরণটি হচ্ছে Tocquevillians দের ব্যক্তিবাদ, ধর্মীয় বিশ্বাস ও দেশাত্মবোধ। দ্বিতীয় ধরণটি হচ্ছে প্রান্তিক শ্রেণীর সাথে বিশেষাধিকারভোগী শ্রেণীর দ্বান্দ্বিক অবস্থান– যা মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

যেমন আমরা জানি, কোন রাজনৈতিক ঘটনা বিচ্ছিন্ন কোন বিষয় নয়। কোনো না কোনো কারণ এর পিছনে থাকে ঠিক তেমনি, যে কোনো সামাজিক রাজনৈতিক ভাবধারা পরিপূর্ণভাবে বিলীন হয়ে যায় না। বিগত দশকগুলোতে যে ভাবধারাটি বিফল বলে প্রতিপন্ন হয়েছে তা আজ সফলভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। ভাবধারার বিশ্বে, তখন এই দশকগুলো সুপ্তাবস্থা হিসেবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে গ্রামশির চিন্তাধারা-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে পূর্বের তুলনায় তাই অনেক বেশী জীবন্ত বলে মনে হয়।

গ্রামশি ১৮৯১ সালে ইতালীয় Cagliary আঞ্চলিক রেজিস্ট্রার কেরানী ফ্রান্সিসকো গ্রামশির ঘরে জন্মলাভ করেন। দরিদ্র ঘরে জন্ম নেওয়ার কারণে জীবিকার তাগিদে মাত্র ১২ বছর বয়স থেকেই তাঁকে কাজে নেমে পড়তে হয়। ১৯১১ সালে গ্রামশি তুরিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য স্কলারশীপ পান। ১৯১৩ সালে তিনি তুরিনের সোস্যালিস্ট মুভমেন্টের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেন। ১৯১৬ সালে সোস্যালিস্ট পার্টির সংবাদপত্রে সাংবাদিক হিসেবে কাজ শুরু করেন। ১৯২২ সালে তিনি ইতালীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হিসেবে মস্কো যান ও সেখানে প্রায় এক বছর অবস্থান করেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ্য, 'হেজিমনি' প্রত্যয়টি রাশিয়ায় ১৮৯০ হতে ১৯১৭ পর্যন্ত চলমান 'Social-Democratic Movement'-এর শ্লোগান হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। তিনি এখান থেকে তার হেজিমনি প্রত্যয়টি গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে তৎকালীন ইতালীর শাসক মুসোলিনীকে বিরোধিতা করার কারণে তাকে গ্রেফকার করা হয় এবং পরবর্তীতে ২০ বছরের কারাদন্ড প্রদান করা হয়। ১৯২৯ সালে তিনি তাঁর বিখ্যাত বই

'Selections from the Prison Notebooks' লেখার জন্য কারা কর্তৃপক্ষের অনুমতি লাভ করেন এবং দীর্ঘদিন রোগ ভোগের পর ১৯৩৭ মাত্র ৪৬ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, গ্রামশির ভাবধারা অনেকাংশে তাঁর নিজস্ব জীবনমাত্রার মানের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাঁর শৈশব কেটেছে বেশ কষ্টে। শুধু বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলাই নয়, আমলাতন্ত্র দ্বারা তাঁর পরিবার ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার বিষয়টিও এখানে রয়েছে। স্বাধীন ভাবধারার কারণে ফ্যাসিস্ট সরকারের রোষানলে পড়ে জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁকে জেলে থাকতে হয়। মার্ক্সবাদী তাত্ত্বিক ও সেই সাথে একজন নেতা হিসেবে গ্রামশির ভাবধারাকে বিশেষ করে সমাজে হেজিমনি কিভাবে বিস্তার লাভ করে তা বুঝতে হলে তাঁর 'নোট' সমূহ অধ্যয়ন করা বেশ প্রাসঙ্গিক।

গ্রামশির বিখ্যাত রচনাসমূহ পর্যালোচনা করলে প্রথমেই তাঁর হেজিমনি প্রত্যয়টি এসে যায়। এ সম্পর্কে Gitlin বলেছেন–

> "It was Gramsci who, in the late twenties and thirties, with the rise of fascism and the failure of the Western European working-class movements, began to consider why the working class was not necessarily revolutionary, it could, in fact, yield to fascism." (Gitlin, 1994 : 516)

গ্রামশি যে বিষয়টির উপর বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন তা হলো মার্ক্সবাদ হতে অর্থনৈতিক বিবর্তনবাদকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করা এবং উপরিকাঠামোগত প্রতিষ্ঠানের সাথে এর ব্যাখ্যামূলক ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো। সুতরাং তাঁর মতে, শ্রেণী সংগ্রাম সবসময় চিন্তাধারা ও ভাবধারার সাথে সম্পর্কিত যা বিপ্লবকে সংগঠিত করে, আবার বিপ্লবকে বাধাও দেয়। গ্রামশি নির্ধারণবাদীদের তুলনায় অধিক 'দ্বান্দ্বিক'। তিনি এমন একটি তাত্ত্বিককাঠামো তৈরি করতে চেয়েছিলেন যেখানে সংস্কৃতি ও ভাববাদের স্বায়ত্বশাসন, স্বাধীনতা ও গুরুত্ব একত্রিত অবস্থায় থাকে। Strinati-এর মতে–

> "It can be argued that Gramsci's theory suggests that subordinated groups accept the ideas, values and leadership of the dominant group not because they are physically or mentally induced to do so, nor because they are ideologically indoctrinated, but because they have reason of their own." (Strinati, 1996 : 166)

একটি মৌলিক ধারণা হতে গ্রামশির হেজিমনি প্রত্যয়টির আবির্ভাব ঘটে। রাষ্ট্র, একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী বা কাঠামোর উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে না, যদি না এটি আরো উন্নত মানের বৌদ্ধিক (Intellectual) পদ্ধতি ব্যবহার না করে। এই

প্রত্যয়টির পিছনে কারণ ও উদ্দেশ্যটি হলো কিভাবে সমাজকে কাঠামোর মধ্যে নিয়ে আসা যায় ও এর সাথে ক্ষমতা ও শ্রেণীর ভিত্তি কিরূপ- তা নির্ণয় করা যায়। তাই সমাজকে দেখতে যেয়ে তিনি রাষ্ট্রকে দেখেছেন "as coercion combined with hegemony" এইভাবে।

হেজিমনি সম্পর্কে Strinati বলেছেন–

> ".......Dominant groups in society, including fundamentally, but not exclusively the ruling class, maintain their dominance by securing the 'spontaneous consen' of subordinate groups, including the working class, through the negotiated construction of a political and ideological consensus which incorporates both dominant and dominated groups.": (Strinati, 1995 : 165)

সিভিল সমাজ একটি শাসক শ্রেণীর হেজিমনি তৈরি করে এবং তা বলবৎ রাখে। শাসক শ্রেণী এই প্রক্রিয়াটি সচল রাখে শ্রমিক ইউনিয়ন, রাজনৈতিক দল, স্কুল, গণমাধ্যম এবং স্বেচ্ছাসেবী সংঘের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য তৈরির মাধ্যমে, যেখানে সামাজিক দল ও শ্রেণীসমূহের উপর শাসক শ্রেণী তার কর্তৃত্ব বাজায় রাখে। গ্রামশি তাঁর 'Selections from the Prison Notebooks' এ উল্লেখ করেছেন, একটি ভ্রান্ত চেতনার (Flase consciouness) সরাসরি ব্যবহারের মাধ্যমে সমাজ নিয়ন্ত্রিত ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে উঠে। তখন একটি নতুন মুল্যবোধ ও জীবনযাত্রা নতুন একটি শ্রেণী দ্বারা অনুসৃত হয়। গ্রামশির মতে, হেজিমনি প্রক্রিয়াটি এমন শ্রেণী বিভাগে বিন্যস্ত করা যেতে পারে যেখানে "Social basis of the proletarian dictatorship and of the workers state." (Gramsci, 1971 : 443) দেখা যায়।

যে-কোনো শ্রেণী ক্ষমতা লাভ করতে কোনো না কোনোভাবে বল প্রয়োগ করে। এটি যে অবশ্যম্ভাবী তা মানতে গ্রামশির কোনো বাধা নেই। এই যে ক্ষমতা যা জোর বা শক্তিরই দান, তাকেই গ্রামশি 'প্রাধান্য' (Domination) বলেছেন। কিন্তু এই প্রাধান্যকে যদি যথার্থই প্রতিষ্ঠিত করতে হয়, তবে তার পত্তনের আগেই এবং পত্তনের অব্যবহিত পরেও চালিয়ে যেতে হবে হেজিমনি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, অর্থাৎ সমগ্র জনসমাজের মধ্যে ঐ শ্রেণীর ভাবাদর্শ তথা মূল্যবোধ তথা সামগ্রিক চিন্তাপদ্ধতি প্রোথিত করে দিতে হবে। প্রাধান্য ও হেজিমনি একে অন্যের সহায়ক। বস্তুত, যে-শ্রেণীর প্রাধান্যকে উৎখাত করে নতুন শ্রেণী ক্ষমতায় আসে, তার হেজিমনি আপনা-আপনি ভেঙে পড়ে না, বরং তাকে সংযত না করতে পারলে তা অলক্ষ্যে নতুন শ্রেণীর প্রাধান্যই জীর্ণ করতে পারে।

আর এই হেজিমনি বিস্তার করার জন্য দুটো প্রক্রিয়ার কথা গ্রামশি উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি হচ্ছে, বিরুদ্ধ শক্তিকে হয় ধ্বংস করা নতুবা এটিকে অধীনে

নিয়ে আসা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অধীনস্তদের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতি অর্জন। এই দুটি প্রক্রিয়া সচল রাখলে সমাজে হেজিমনি বজায় থাকবে।

তবে গ্রামশি তাঁর হেজিমনি প্রত্যয়টিকে দুইভাবে দেখেছেন। ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বে ও পরে– এই দুভাবে তিনি হেজিমনির মাত্রাকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর বিশ্লেষণটি হচ্ছে নিম্নরূপ–

প্রবাহ চিত্র ঃ ০১

হেজিমনির মাত্রাগত বিশ্লেষণ

ক্ষমতায় যাওয়ার পূর্বে আধিপত্য → বৌদ্ধিক + নৈতিক নেতৃত্ব

ক্ষমতায় যাওয়ার পরে আধিপত্য → প্রাধান্য + বৌদ্ধিক + নৈতিক নেতৃত্ব

গ্রামশি তাঁর হেজিমনি প্রত্যয়ের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। প্রথমতঃ একটি শ্রেণীর উপর আরেকটি শ্রেণী নিজেদের নৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধকে সাফল্যজনকভাবে আরোপ করে। দ্বিতীয়তঃ একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী অতি সাধারণভাবে তাদের সম্মতি সেই দিক নির্দেশনার উপর প্রদান করে যা শাসক শ্রেণী তাদের জন্য তৈরি করে রাখে। তৃতীয়তঃ এটি হচ্ছে চিন্তাধারার একটি কাঠামো, যার মাধ্যমে প্রভাব বিস্তারকারী দলসমূহ অধঃস্তন দলসমূহকে তাদের নেতৃত্বের প্রতি সম্মতি প্রদান করতে বাধ্য করে। "... the practices of a capitalist class or its representatives to gain its state power and maintain it later." (Simon, 1991 : 23) চতুর্থতঃ সামাজিক শ্রেণী সংগ্রাম হতে হেজিমনির ফলে এমন কিছুর উদ্ভব হয় যা গণমানুষের মনে একটি অবয়ব তৈরি ও প্রভাব বিস্তার করে। পঞ্চমতঃ গ্রামশির মতে এইভাবেই বুর্জোয়া সমাজ ধীরে ধীরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করে এবং সবকিছু বুঝতে সকলকে এই বুর্জোয়া সমাজ 'সাধারন জ্ঞান' ব্যবহার করতে আগ্রহী করে তোলে। কেবলমাত্র বুদ্ধিজীবীদের মাধ্যমে এটি বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়। এই বুদ্ধিজীবীরা তাদের চিন্তাচেতনাকে খুব সহজেই গণমাধ্যমের দ্বারা ছড়িয়ে দেয়। গ্রামশির মতে–

> "the mode of being of the new intellectual can no longer consist in eloquence and but in active praticipation in practical life, as constructor, organizer, "permanent persuader" and not just a simple operator." (Gramsci, 1971)

অর্থাৎ গ্রামশি হেজিমনিকে তিনটি মাত্রায় দেখেছেন। মাত্রা তিনটি হচ্ছে– ১. বৌদ্ধিক, ২. নৈতিক, ৩. রাজনৈতিক। বৌদ্ধিক ও নৈতিক মাত্রাটি সিভিল সমাজে দেখা যায়, রাজনৈতিক মাত্রাটি রাষ্ট্রের সাথে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত। প্রথম ও দ্বিতীয় মাত্রাটির সাথে নেতৃত্ব ও সম্মতি যুক্ত, তৃতীয় মাত্রাটি শাসন, নিগ্রহ, শক্তি ও দমনকে ব্যবহার করে।

প্রবাহ চিত্র ঃ ০২
হেজিমনির তিনটি মাত্রিক দিক

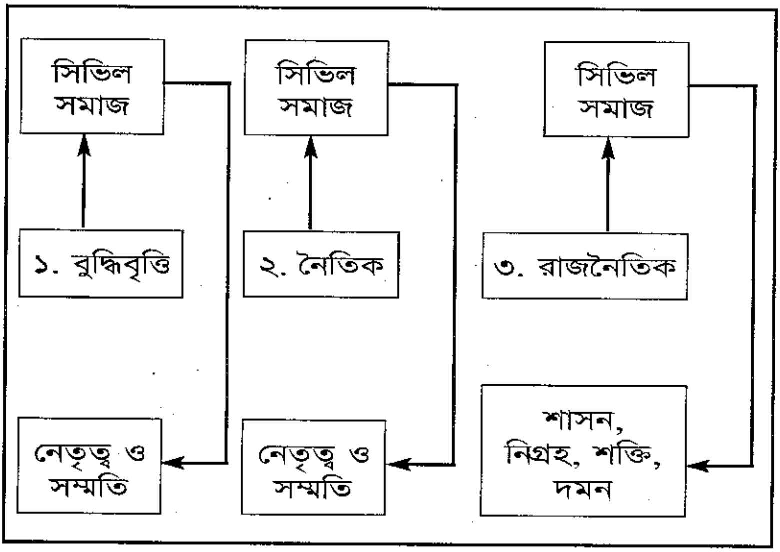

গ্রামশির হেজিমনি প্রত্যয়টি গণমাধ্যমে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে এবং এটির ভূমিকা ক্রমান্বয়ে আরো বেড়ে চলেছে। এই গণমাধ্যম শ্রোতা-দর্শক-পাঠকের মন ও কেন্দ্রীয় দৃষ্টিভঙ্গির সাথে একটি সংঘাত তৈরি করে। গণমাধ্যমের ভূমিকাকে সব সময় হেজিমনি প্রত্যয়ের আলোকে দেখার কথা বলেছেন গ্রামশি– এই কারণে যে, গণমাধ্যমের মূল্যবোধ ও জনগণের উপর আরোপিত ক্ষমতা, এর সাথে সম্পর্কিত। সরকারের সাথে জনগণের সম্পর্ক এখন নিয়ন্ত্রিত হয় গণমাধ্যমের দ্বারা।

গ্রামশির হেজিমনি প্রত্যয়ের আলোকে গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করার পূর্বে গণমাধ্যমের অবস্থানটি কোথায় তা বিশ্লেষণের প্রয়োজন। ধ্রুপদী মার্ক্সবাদে গণমাধ্যম কোন অবস্থানে আছে তা নির্ধারণের জন্য আমাদের কয়েকটি মার্ক্সীয় প্রত্যয়ের সাথে পরিচিত হতে হবে। 'অর্থনীতিবাদ' হলো ধ্রুপদী মার্ক্সবাদের প্রধান বিষয়। 'অর্থনীতিবাদ' এ অর্থনৈতিক ভিত্তি হচ্ছে উপরিকাঠামোর সবকিছুর নিয়ন্ত্রক। যেমন, সামাজিক, রাজনৈতিক এবং বৌদ্ধিক চেতনার নিয়ন্ত্রক। যে তত্ত্বে অর্থনৈতিক সম্পর্ককে সকল সামাজিক প্রপঞ্চের মূল কারণ হিসেবে দেখা হয়, সে তত্ত্বকে বস্তুবাদী তত্ত্ব বলা হয়। মার্ক্সের দৃষ্টিতে এটি হচ্ছে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ।

'অর্থনীতিবাদ' প্রযুক্তিগত নির্ধারণবাদের সাথে সম্পর্কিত। মার্ক্স, প্রযুক্তিকে নিম্নরূপে দেখেছেন–

> "The windmill gives you society with the feudal lord : the steam-mill, society with the industrial capitalist" (Curren, 1982 : 19)

গণমাধ্যমে মৌলবাদীরা (Fundamentalists) 'সংস্কৃতির শিল্প' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন যা অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদের মধ্যে নিহিত থাকে। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে,

> "The contents of the media and the meanings carried by their messages are ... primarily determined by the economic base of the organizations in which they are produced" (Curren, 1982 : 18)

অর্থাৎ গণমাধ্যমের কার্যক্রম নির্ধারিত হয় এর অর্থনৈতিক ভিত্তি কারা নিয়ন্ত্রণ করছে তার উপর।

> "Commercial media organizations must cater to the needs of advertisers and produce audience-maximizing products (hence the heavy doses of sex-and-violence content) while those media institutions whose revenues are controlled by the dominant political institutions or by the state gravitate towards a middle ground, or towards the heartland of the prevailing consensus" (Curran, 1982 : 18)

'রাজনৈতিক অর্থনীতি' তে মার্ক্সবাদীরা এখনও চিন্তাচেতনা, ভাবধারাকে অর্থনৈতিক ভিত্তির অধীন হিসেবে দেখেছেন। মৌল কাঠামো এবং উপরিকাঠামোর মডেল গণমাধ্যমে ব্যবহার করা হলে এর সাথে গণমাধ্যমের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিও সংযুক্ত থাকে। 'Reductionist' রা 'অর্থনীতিবাদ'কে সমালোচনা করেছেন বহুমুখিতাকে গণনা না করার ব্যর্থতার জন্য।

Althusserian মার্ক্সীয়রা "the relative autonomy of the superstructure with respect to the base ... (and) the reciprocal action of the supersturcture on the base" (Lapsley and Westlake, 1988 : 5) এর প্রস্তাব করেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে, ভাববাদী অনুশীলন যেমন গণমাধ্যম অর্থনৈতিক নির্ধারণ হতে তুলনামূলকভাবে স্বশাসিত। (Lepsley and Westlake, 1988 : 13-14) কিন্তু এই তুলনামূলক স্বশাসন পরবর্তীতে সমালোচনার বিষয়বস্তু হয়েছে। (Curren, 1982 : 27)

Althusser, Stuart Hall ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক মার্কসীয়রা এই মৌল কাঠামো এবং উপরিকাঠামোর সূত্রায়নকে প্রত্যাখ্যান করে বলেছেন যে, মার্ক্স কর্তৃক নামকরণকৃত 'social being' এবং 'social consciousness' এর মধ্যে দ্বন্দ্ব বিদ্যমান। (Curran, 1982 : 27)

ধ্রুপদী মার্ক্সীয় প্রত্যয়ে, গণমাধ্যম হলো 'উৎপাদনের উপায়' যা পুঁজিবাদী সমাজে শাসক শ্রেণীর সম্পত্তির অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। ধ্রুপদী মার্ক্সবাদ অনুসারে, গণমাধ্যম শাসক শ্রেণীর চিন্তাচেতনাকে ছড়িয়ে দেয় এবং পরিবর্তিত যে কোনো ধারণা যা শাসক শ্রেণীর বিরুদ্ধে তা অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যান করে। মার্ক্সের মতে–

"The class which had the means of material production at its disposal has control at the same time over the means of mental production, so that thereby, generally speaking, the idea of those who lack the means of mental production are subject to it." (Curran, 1982 : 22)

এই মনোভাব অনুসারে, গণমাধ্যম শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে 'false consciousness' তৈরি করে। এটি এমন ধরনের পরিস্থিতি তৈরি করে যেখানে গণমাধ্যমের অনুষ্ঠানসমূহ শাসক শ্রেণীর অনুকুলে যায় এবং যেখানে গণমাধ্যম ও শাসক শ্রেণীর মধ্যে যে কোন ধরনের বহুমাত্রিকতাকে ভুলে যাওয়া হয়।

গ্রামশির অভিমত অনুযায়ী, গণমাধ্যমে প্রভাব বিস্তারকারী হেজিমনি ছড়িয়ে দেওয়া ও পুনঃশক্তি সঞ্চয়ের একটি কৌশল হিসেবে ধরা হয়। যদিও এটি 'কাউন্ডার-হেজিমনি' (Counter Hegemony) এর একটি মাধ্যম হিসেবে অনেক সময় ব্যবহৃত হয়।

"...Pop culture and the mass media are subject to the production, reproduction and transformation of hegemony through the institutions of civil society which cover the areas of cultural production and consumption. Hegemony operates culturally and ideologically through the institutions of civil society, which characterizes mature liberal-democratic, capitalist societies. These institutions include education, the family, the church, the mass media, popular culture, etc." (Strinati, 1995 168-169)

বিভিন্ন লেখক যেমন, Althusser, Foucault, Stuart Hall ও নারীবাদী লেখকেরা গ্রামশির চিন্তাচেতনাকে সমর্থন জানিয়েছেন। একটি প্রভাবশালী 'সাধারন জ্ঞান' এর প্রভাবে আমাদের বিশ্বাস, পরিচয়, মতামত এবং সম্পর্ক প্রতিনিয়ত নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, একটি সিভিল সমাজ বা সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক শোষণমুক্ত সরকার ব্যবস্থার বিপক্ষে এর ব্যবহার বেশ তীব্র। Jenks এর মতে

"The truth, because it can be spread must be adapted to the hsitorical and cultural conditions of the social group in which we want it to be spread." (Jenks, 1995 : 81)

বুদ্ধিবৃত্তি ও নৈতিক সমস্যা এবং আধুনিক জীবনের প্রতিবন্ধকতার কারণে, গণমাধ্যম বিভিন্ন দলসমূহের মধ্যে যে কোন যোগাযোগের ভিত্তি গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তত্ত্ব- যা মানুষের মধ্যে একই রকমের দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে– তা থেকে এই অনুমানে পৌছানো যায় যে, বৃহৎ পরিসরে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ও উপস্থাপনে গণমাধ্যমের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পশ্চিমা সংস্কৃতিবিদরা, হেজিমনিকে ব্যবহার করে প্রধানত, ব্যাপক বিস্তৃত 'opinionated theme' কে যা সমাজ চালায়– তা বিশ্লেষণ করার জন্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, গণমাধ্যমে 'gay and lesbian' সংস্কৃতি, সংখ্যালঘু ও নারীদের অবস্থান নিয়ে অনুষ্ঠান প্রচার করে। গণমাধ্যম কেবল জনগণের উপর কোন কিছু চাপিয়ে দেয় না, এটি অনেক সময় তার ভোক্তাদের সামনে বিষয়বস্তু দেখার সুযোগ করে দেয় এবং ভোক্তারা তখন তাদের নিজের মন তৈরি করে– সেই নির্দিষ্ট বিষয়বস্তু অবলোকন করবে কিনা? যা হোক, আধুনিক কালে গণমাধ্যম সরাসরি ভূমিকা পালন করার দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞাপন ও প্রচারণার মাধ্যমে গণমাধ্যম একটি নির্দিষ্ট ভাবধারা জনগণকে গ্রহণ করতে বাধ্য করে। যেমন, বর্তমানে বর্ণবাদ পশ্চিমা সমাজে একটি বৃহৎ সমস্যা, গণমাধ্যম এই সমস্যাটিকে আরো জটিল করে তুলেছে। গণমাধ্যম বিভিন্ন ফিচার ফিল্ম ও এর উপর বিজ্ঞাপন প্রচার করার ফলে অনেক সাধারণ মানুষ যারা বিষয়টি গুরুত্বের সাথে নেয়নি- তাদের মধ্যে এক ধরনের 'আতংকদায়ক মনোযোগ' তৈরি করে।

সামাজিক প্রতিবন্ধকতাকে দূর করার ক্ষমতা গণমাধ্যমের আছে। এটি সম্মতি অর্জনে সফল কি ব্যর্থ তা হেজিমনি প্রত্যয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা দান করা হয়েছে। এটি হচ্ছে সেই চিন্তাধারা যা অনেক গণতান্ত্রিক সরকারকে একটি সুসংগঠিত গণমাধ্যমের উপর চলতে বাধ্য করে। গণমাধ্যম যদি কোন বিষয়ে সম্মতি অর্জনে সফল বা ব্যর্থ হয়, তবে তা সরাসরি রাজনৈতিক দলের সফলতা বা ব্যর্থতা বলেও অনেক সময় পরিগণিত হয়। বৃটেনে থ্যাচারের সরকার যখন 'Poll Tax' বাড়ায়, তখন গণমাধ্যমসমূহ তাদের নিজস্ব ভাবধারা থেকে এর বিরোধিতা করে। এমনকি তারা প্রচারণা, মিছিল, দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে জনতাকে উদ্বুদ্ধ করে। এর ফলে তৎকালীন সরকার তার নতুন নীতি হতে সরে আসতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা গণমাধ্যমের ভাবাদর্শগত ভূমিকাকেই নির্দেশ করে।

মার্ক্সবাদীদের মতে সমাজ হচ্ছে কর্তৃত্বের চিত্রায়ন। অনেক সময় জাতীয় গৌরবসমূহকে গণমাধ্যম এমনভাবে উপস্থাপন করে যার মধ্যে গ্রামশির হেজিমনি বিষয়টি এসে যায়। উদাহরনস্বরূপ জাতীয়তাবাদের কথা বলা যায়। আমরা সকলেই অর্থাৎ প্রত্যেক জাতি তার নিজস্ব পরিচয়ে বিশ্বাসী। কারন এই বিষয়টিকে এক দৃষ্টিতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করা হয় যেখানে দুটি মৌলিক প্রশ্ন থাকে। প্রশ্ন দুটি হচ্ছে, এই জাতীয়তা কি? অথবা এই জাতীয়তা বলতে কোন বিষয়কে নির্দেশ

করছে? জাতীয় পরিচয় বুঝাতে গেলে অনেক সময় একটি জাতির আত্ম-পরিচয়কে বিরোধিতা করে অন্য একটি জাতির আত্মপরিচয় নির্ণয় করা হয়। যেমন, ইংরেজ জাতির পরিচয় সম্পর্কে বলতে গেলে ফরাসীদের বিরোধিতা করতে হয়। (Ashe, 199 : 65) তাই গণমাধ্যমের মধ্য দিয়ে জাতীয়তা ও রাষ্ট্রকে উপস্থাপন একটি সমাজতাত্ত্বিক হেজিমনির উদাহরন।

একটি প্রাধান্য বিস্তারকারী ভাবধারা প্রতিনিয়ত সমন্বয় করা হয় যাতে করে এর প্রাধান্য অটুট থাকে। গণমাধ্যমে প্রচারিত অনুষ্ঠান যার বিষয়বস্তুতে বিতর্ক রয়েছে, সেই বিষয়বস্তুকে বিভিন্ন সংলাপ ও মতামত অনুষ্ঠান, সংবাদ বিশ্লেষণের মাধ্যমে ক্রমাগত পরিবর্তন করে পুনঃসমন্বিত ভাবধারা প্রচার করা হয়। এইভাবে গণমাধ্যম সমাজের সদস্যদের দৃষ্টিভঙ্গিতেও পরিবর্তন ঘটায়। সমাজে যেমন হেজিমনির ভূমিকা আছে তেমনি এই হেজিমনি প্রতিনিয়ত 'কাউন্টার-হেজিমনি'র (Counter-hegemony) চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। সর্বদাই একটি সুনির্দিষ্ট ভাবধারা বা হেজিমনির বিরুদ্ধে বা পক্ষে সমাজে সংগ্রাম চলছে। গণমাধ্যম এই বিষয়ের পক্ষে বা বিরুদ্ধে থেকে ভাবাদর্শগত দিক দিয়ে যেটি তার কাছাকাছি, সেটিকেই সমর্থন জানায়। তবে গণমাধ্যম তার ভাবাদর্শগত ভূমিকাটি, পাঠক বা শ্রোতা বা দর্শকের 'ক্রমাগত সম্মতি' অর্জনের মাধ্যমে বজায় রাখে। এইভাবেই গণমাধ্যম একধরনের ভাবধারা তৈরি করে। যেমন, 'Homosexuality' ফরাসী কৃষক ও ট্রাক চালক, বৃটিশ গরুর মাংশ বা পাউন্ডের অস্তিত্বের পক্ষে গণমাধ্যম কাজ করেছে।

কিন্তু গণমাধ্যমের এই ভাবাদর্শগত প্রভাব বিস্তারে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এর সাথে সম্পর্কিত বুদ্ধিজীবীরা। কারণ বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারা গণমাধ্যমগুলোতে প্রতিফলিত হয়। গ্রামশি বুদ্ধিজীবীদের দুইটি বর্গে বিভক্ত করেছেন। একটি বর্গকে তিনি 'জৈবিক' (Organic) বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ একটি শ্রেণী তার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গেই তার নিজস্ব পরিচয়, ভূমিকা, সমজাতীয়তা ইত্যাদি গুছিয়ে নির্দেশ দেবার দায়িত্বের জন্য যাদের প্রতিষ্ঠিত করে, সেই বুদ্ধিজীবীরা ঐ শ্রেণীর উন্মেষের ইতিহাসের এক স্বাভাবিক অঙ্গ এবং ঐ শ্রেণীর সত্ত্বার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দ্বিতীয় বর্গটি হচ্ছে 'প্রথাগত' (Traditional)। এই বুদ্ধিজীবীরা আপাতদৃষ্টিতে কোনো বিশেষ শ্রেণীকে অবলম্বন করে আবির্ভুত হয়নি বরং যেন প্রাচীনতর কোনো পরম্পরার প্রতিভু। গ্রামশি বিভিন্ন শ্রেণী পর্যালোচনা করে বিশেষ করে পুরোহিত শ্রেণীর ইতিহাস পর্যালোচনা করে ধরিয়ে দেন যে এই 'প্রথাগত' বুদ্ধিজীবীরাও কোনো শুদ্ধ, স্বতন্ত্র স্বাধীন শ্রেণী নয়, তাদের শ্রেণী পরিচয় তথা শ্রেণীগত আনুগত্য প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে মাত্র। (গ্রামশি, ১৯৯৩)

বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর বর্গবিভাজন এবং বিভিন্ন বর্গের ইতিহাস তথা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণে গ্রামশি যথেষ্ট আগ্রহ দেখালেও তাঁর আসল লক্ষ্য শ্রমিকশ্রেণীর

বৈপ্লবিক ভূমিকার দিকনির্দেশ। শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক সমাজকে পরিবর্তন করতে হলে তাদের নিজেদের মধ্য হতে এক নতুন 'জৈবিক বুদ্ধিজীবী' তৈরি করতে হবে যারা শ্রমিকদের দৈনন্দিন কর্মাভিজ্ঞতার মধ্যেই কর্ম প্রক্রিয়ার পরিচালনায় প্রথমে নেতৃত্ব নেবেন, তারপর ক্রমে ইতিহাসের মানবিক মূল্যবোধ থেকে শ্রমিকদের জীবনে 'অগ্রগণ্য' তথা রাজনীতিগতভাবে নির্দেশক ভূমিকা পালন করতে থাকবেন। শ্রমিক শ্রেণী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে, তার নিজস্ব 'জৈবিক' বুদ্দিজীবীদের সাহায্যে তাদের পক্ষে 'প্রথাগত' বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে আসবে। এই বুদ্ধিজীবীদের মধ্য দিয়েই শ্রমিকশ্রেণীর মতাদর্শ জনসমাজের মধ্যে ছড়াবে, তারা 'সম্মতি' আয়ত্ত করবে, এবং সেই 'সম্মতি'র সমর্থনেই সমাজের রূপান্তর ঘটানো যাবে। ইতালীসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রথাগত বুদ্ধিজীবীদের উৎপত্তি ও বিকাশ এবং এর সাথে শ্রমিক শ্রেণী সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে গ্রামশি দেখান যে, যখন বুদ্ধিজীবীরা শাসক শ্রেণী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন সেখানে হয়ত শাসক শ্রেণীর পতন ঘটেছে নতুবা রাষ্ট্র ব্যবস্থা নড়বড়ে হয়ে পড়েছে। যেমন, ইতালীতে এবং রোমান সাম্রাজ্যের পতন থেকে ১৮৭০ সাল পর্যন্ত। ফ্রান্সে ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের মধ্য দিয়ে যে শ্রেণী রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসে, তাদের সাথে 'জৈবিক' বুদ্ধিজীবী শ্রেণীরও উন্মেষ ঘটে। এ বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে গ্রামশি যা ভবিষ্যতবাণী করেছেন তা আজ আধুনিক বিশ্ব দেখা যায়। যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সুবিধাভোগী ভাগ্যবান নিগ্রো বুদ্ধিজীবীদের পালন করা হচ্ছে আকর্ষক দৃশ্যবস্তু রূপে বর্ণবৈষম্যের নগ্ন সত্যকে গোপন করার প্রয়াসে, এবং একই সঙ্গে বর্ণবৈষম্যের শিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ নিগ্রো সম্প্রদায়ের সামনে প্রলুব্ধকর টোপ হিসেবে। (গ্রামশি, ১৯৯৩)

২০০১ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কানেকটিকাটে বর্ণবৈষম্যের কারণে পুলিশ ও শ্বেতাঙ্গদের সাথে কৃষ্ণাঙ্গদের যে সংঘাত দেখা দেয় তা কমিয়ে আনার জন্য মার্কিন সরকার অন্যান্য আরো ব্যবস্থার সাথে কৃষ্ণাঙ্গ বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহার করে। মার্কিন সরকার বিভিন্ন গণমাধ্যমের দ্বারা বিশিষ্ট কৃষ্ণাঙ্গ বুদ্ধিজীবীদের এই অভিমত প্রকাশ করে যে, কানেকটিকাটে উক্ত ঘটনা নিতান্তই একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা মাত্র, শ্বেতাঙ্গ সরকার ও তাদের পুলিশ প্রশাসন কৃষ্ণাঙ্গদেরই জানমালের হেফাজতের জন্য বিপথগামী কৃষ্ণাঙ্গদের গ্রেফতার করেছিল। অথচ ঘটনার সূত্রপাত হয় শ্বেতাঙ্গ পুলিশ কর্তৃক একজন কৃষ্ণাঙ্গদের মৃত্যুর মধ্য হতে। তাই দেখা যাচ্ছে যে, গণমাধ্যম বুদ্ধিজীবীদের ব্যবহার করে তার ভাবাদর্শগত ভূমিকা পালন করছে।

গ্রামশি হেজিমনি প্রত্যয়ে গণমাধ্যমের ভাবাদর্শগত ভুমিকাটি দুটি উদাহরণের মাধ্যমে নিম্নরূপে বিশ্লেষণের চেষ্টা করা হয়েছে। বিষয় দুটি হচ্ছে বর্ণবাদ ও আধুনিক রাজনীতি সংক্রান্ত।

গ্রামশির হেজিমনি প্রত্যয়ের দ্বারা গণমাধ্যমে বর্ণবাদের উপস্থাপনকে প্রকৃতভাবে খুঁজে বের করা যায় কারণ এটি সংস্কৃতি ও ভাবধারার উপর দৃষ্টি দেয়।

গ্রামশি অতীতের অর্থনৈতিক নির্ধারণসমূহকে সরিয়ে রেখে সেই জায়গায় হেজিমনিকে নিয়ে এসেছেন। জনপ্রিয় সংস্কৃতিতে টেলিভিশন ও সিনেমার ভূমিকাটি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। তাই হেজিমনি প্রত্যয়টির মাধ্যমে টেলিভিশন ও সিনেমায় প্রদর্শিত বর্ণবাদী বিষয়সমূহকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। এই হেজিমনি প্রত্যয়টি অধিক ফলপ্রসূ হবে যদি এটাকে উপনিবেশবাদ ও শ্বেতাঙ্গ শ্রেষ্ঠত্বের বিশ্লেষণে ব্যবহার করা। পূর্বের সিনেমার ন্যায় বর্তমান সিনেমাগুলোতে সংখ্যালঘু বর্ণ সম্প্রদায়ের ঋণাত্মক প্রদর্শনকে হেজিমনি প্রত্যয়টি আলোকে বিশ্লেষণ সম্ভব।

প্রথমেই বিশ্লেষণ করা দরকার বর্নবাদী সনাতনী ধারাকে যা অপেক্ষাকৃত একটি কমমাত্রার উদার সমাজের গণমাধ্যমে ফুটে উঠে। Stuart Hall পুরাতন চলচ্চিত্রে 'বর্ণবাদের ব্যাকরণ' নির্ধারণে তিনটি মাত্রাকে চিহ্নিত করেছেন প্রথম মাত্রাটি হচ্ছে–

> "...the *slave figure* which could take the form of either the dependable, loving... devoted "Mummy" with the rolling eyes, or the faithful fieldhand... attached and devoted to "his master." (Hall 1995 : 21)

এই দাস চরিত্রটির দ্বারা কয়েকটি বিষয় ফুটে উঠে। প্রথমতঃ দাস সব সময় তার প্রভূকে সেবা করার জন্য আগ্রহী থাকে, যা উপনিবেশবাদ ও দাসপ্রথা-শ্বেতাঙ্গ দর্শকবৃন্দের মনে তাদের অতীতের শ্রেষ্ঠত্বকে মনে করিয়ে দেয়। উপনিবেশবাদ ও দাসপ্রথার মধ্যে কোন দোষ ছিল না সেই বিষয়টিও প্রচার করে। এই বিষয়টি গ্রামশির 'sponteneous consent' অথবা 'consensual control' এর সাথে সম্পর্কিত যেখানে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বিশ্বজনীন অথবা কর্তৃত্বশালী দলের হেজিমনির সাথে সম্পৃক্ত হয়। (Ransome, 1992 : 150) সুতরাং দাস প্রথা তখন অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য ও প্রশ্নাতীত হয়ে পড়ে। এই রকমের একটি ক্লাসিক চলচ্চিত্র হচ্ছে 'Gone with the Wind'। (Hall, 1995 : 21)

দাসদের 'loving character' ছাড়াও চলচ্চিত্রে দ্বিতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে দাসদের সম্পর্কে কোন ভবিষ্যতবাণী করা সম্ভব নয় কারণ তারা প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল। (Hall, 1995 : 21) তারা চতুর, প্রতারক, বন্য ও বর্বর।

তাই Stuart Hall এর মতে–

> "... to appear at any moment out of the darkness to decapitate the beautiful heroione, kidnap the children... And against them is always counterposed the isolated white figure, alone "out there" confronting his Destiny." (Hall, 1995 : 21)

কৃষ্ণাঙ্গ জনসাধারনের আদিমতাকে দাস ব্যবস্থার মাধ্যমে আবদ্ধ রাখা সম্ভব বলে শ্বেতাঙ্গরা মনে করেন এবং কৃষ্ণাঙ্গদের দাসে পরিণত করা শ্বেতাঙ্গদের কাছে

শুধুমাত্র গ্রহণযোগ্যই নয় বরং তা তাদের জন্য সম্মানও বয়ে আনে। এইভাবেই বিষয়টি মার্কিন চলচ্চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে।

তৃতীয় যে মাত্রাটি পুরাতন চলচ্চিত্রে তুলে ধরা হয়েছে তা হচ্ছে দাসদের ভাঁড়ামি। 'Campaign Against Racism in the Media, (CARM) এর সক্রিয় সদস্য Tony Freeth, BBC তে তাঁর অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন নিম্নরূপে–

> "It all takes place in an atmosphere of smiling, middle-class gentility, an air of righteous indignation if confronted with charges of racism. No one in TV physically assaults black people, they simply feed us on a diet of "Blacks are the problem." (Freeth, 1985 : 26-7)

বর্তমানে কিভাবে টেলিভিশন ও সিনেমা বর্ণবাদের প্রচারণা চালাচ্ছে তা জানতে হলে প্রথমেই আমাদের লক্ষ্য দিতে হবে, গণমাধ্যমে পরবর্তীতে কি ধরনের পরিবর্তন এসেছে। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর চাপে '৭০ এর দশকের শেষ দিক হতে বৃটিশ টেলিভিশনের অনুষ্ঠানসমূহ ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে।

London Weekend Television এ 'The London Minorities' ইউনিট, BBC তে 'The African Caribbean Programes' ইউনিট ও 'The Asian Program' ইউনিট স্থাপন করেছে। বৃটিশ শ্রোতাবৃন্দ এখন 'BBC Ebony' এবং 'LMU's Skin' নামে বহুসাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুনতে পায়। (Ross, 1996 : 120-125)

অন্যদিকে '৭০ এর দশকের শুরুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হলিউডে উদারনীতি গ্রহণ করা হয়। দুটি দিক থেকে হলিউড কৃষ্ণাঙ্গ উদারনৈতিক আন্দোলনের প্রতি সাড়া দেয়। প্রথমতঃ ঐতিহাসিক 'anti-racism' চলচ্চিত্রে যেমন 'Freedom,' 'Malcolm X', ও 'Schindler's List ইত্যাদি তৈরীর উপর প্রাধান্য দেয়। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণাঙ্গদের হলিউড চলচ্চিত্রে নিয়ে আসা। অর্থাৎ তাদের দিয়ে ছবির কেন্দ্রীয় চরিত্রটি করানো এবং কৃষ্ণাঙ্গ পরিচালক দিয়ে ছবি পরিচালনা করানো ইত্যাদি।

বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণমাধ্যমসমূহে পরিবর্তন সত্ত্বেও শ্বেতাঙ্গদের হেজিমনি ভিন্নভাবে অথচ আগের মতো ক্ষতিকর বর্ণবাদী অবস্থানে রয়েছে। প্রথম যে সমস্যাটি রয়েছে তা হচ্ছে গণমাধ্যমসমূহে শ্বেতাঙ্গদের প্রাধান্য। শ্বেতাঙ্গরা নিজেদের উদারপন্থী হিসেবে প্রচার করে ছবিতে বর্ণবাদ ইস্যুকে তুলে ধরেছেন। অনেক সময় তারা ছবিতে এমনভাবে বিষয়কে উপস্থাপন করেছেন যার অর্থ দাঁড়ায় শ্বেতাঙ্গরা এই বর্ণবাদী সমাজে নির্যাতনের শিকার। (Freeth, 1985 : 30) Freeth এর মতে, চলচ্চিত্রে এখনও পূর্বের বর্ণবাদী চিন্তাধারা বিদ্যমান। তাঁর মতে–

"When the safari hunters from the BBC or TV companies drive into Brixton or Brent they've already decided what they want to say. Out come the cameras and the anxious directors, looking over their shoulders for trouble, out come the long zoom lenses to caputre the people but not to get tool close... There are the long telephoto shots of young blacks in the street... There are the pans across inner city decay, and the shots of rubbish in the lifts. I sometimes wonder why they go out at all- they could just as well use the out takes from last time." (Freeth, 1985 : 24)

গনমাধ্যমের সাথে সম্পৃক্ত শ্বেতাঙ্গরা অনেক সময় নিজেদেরকে কৃষ্ণাঙ্গদের তুলনায় বৌদ্ধিকভাবে শ্রেষ্ঠ বলে দাবী করেন। বৃটেনের Channel 4 এর এক সময়কার commissioning editior, Fraaukh Dhondy কে যখন জিজ্ঞেস করা হলো, একজন এশিয়ান হিসেবে আফ্রো-ক্যারেবিয়ানদের কিভাবে মূল্যায়ন করেন, তখন তিনি বলেন–

"Just through familiarity with what the Afro-Caribbean community wants, needs and does.. I do not attend any committees to advise me on it because my brains are better than any group of advisors I could gather." (Ross, 1996)

Freeth এর মতে, সাদা মানুষেরা মনে করেন বর্ণবাদ 'West Indian' ও 'Indian' দের সমস্যা, অন্যকথায়, শ্বেতাঙ্গরা মনে করেন এটা একটি 'human problem', এর পিছনে ইতিহাস, রাজনীতি বা অর্থনীতির কোন ভূমিকা নেই। (Freeth, 1985 : 26) এই পুরো বিষয়টিকে গ্রামশির হেজিমনি প্রত্যয়ের আলোকে বিশ্লেষণ করা যায়। এ রকম একটি প্রেক্ষাপট হচ্ছে তাঁর 'sponteneous consent'। এটি হচ্ছে সেই চিন্তাধারা যেখানে হেজিমনি কাজ করে কারণ 'concessions' প্রদানের উপর এর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এখানে কর্তৃত্বশালী গোষ্ঠী এক ধরনের সুযোগ তৈরি করে দেয় অধঃস্তন গোষ্ঠীর জন্য। এখানে কর্তৃত্বশালী গোষ্ঠীর এখানে স্বার্থে কোন ক্ষতি হয় না। গ্রামশি একটি উদাহরণ দিয়েছেন এর উপর।

"In war it would sometimes appear that a fierce artillery attack seemed to have destroyed the enemy's entire defensive system, whereas in fact had only destroyed the outer perimeter : and at the moment of their advance and attack the assailants would find themselves confronted by a line of defence which was still effective." (Gramsci, 1971 : 235)

Freeth এর মতে, 'হেজিমনিক' গণমাধ্যমগুলো হচ্ছে 'multicultural programming'এর ব্যানারে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের জন্য এক বিশেষ ধরনের বহিঃস্থ

আপোষ মীমাংসা। কারণ গণমাধ্যমসমূহ তাদের অনুষ্ঠান এমনভাবে প্রচার করে যেখানে কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের অধীনতা ফুটে উঠে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, বর্ণবাদী সমস্যাকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দিকে ঠেলে দেয় হেজিমনি বিস্তারকারী শক্তিসমূহ। এই শক্তিগুলো এটাকে সাদা-কালো সম্পর্কের মধ্যে রাখতে আগ্রহী নয়। এই বিষয়টি গ্রামশির হেজিমনি প্রত্যয়ের আরেকটি দিককে তুলে ধরে তা হচ্ছে, হেজিমনি কোনো সুনির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় চিন্তাধারার সমষ্টি নয়। সময়ের সাথে সাথে এর পরিবর্তন ঘটে। যেমন গণমাধ্যমসমূহ অধিক উদারনীতি গ্রহণ করে একই ধরনের বর্ণবাদ প্রচার করছে।

দ্বিতীয় যে উদাহরণটি টানা যায় তা হচ্ছে, আধুনিক রাজনীতিতে গণমাধ্যমের ভাবাদর্শগত ভূমিকা। আমরা যদি '৮০ এর দশকের ব্রিটিশ রাজনীতির দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পারব তৎকালীন প্রধামন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার বৃটিশ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য 'Housewives budget' প্রস্তাব করেন। এতে তিনি ব্যাপক সমর্থন পান। 'Blue color worker'রা থ্যাচারের দৃষ্টিভঙ্গির ভূয়সী প্রশংসা করেন। পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনে তিনি এই 'সম্মতি' নিয়ে তাঁর নির্বাচনী বৈতরণী পার হোন। বৃটেনের জনসাধারনের কাছে থ্যাচারের প্রস্তাবকে সুন্দর ভাবে উপস্থাপনের জন্য গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে গণমাধ্যম সব সময়ই যে একটি সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারা বজায় রাখে এবং সেখান থেকে তার হেজিমনিকে ভূমিকা পালন করে তা কিন্তু নয়। বৃটেনের ট্যাবলয়েড পত্রিকাগুলো এক্ষেত্রে ভিন্ন। 'The Sun' পত্রিকাটি ক্রমাগতভাবে তার দিক নির্দেশনা পরিবর্তন করে, বিশেষ করে বৃটিশ সার্বভৌম ও জাতীয় ঐক্যের তাগিদে। বর্ণ, লিঙ্গ এবং রাজনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে 'The Sun' সব সময় পরিবর্তনে আগ্রহী, তবে গণমাধ্যমের হেজিমনি লক্ষ্য করা যায় এই সংবাদসমূহ জানার পর জনতার আচরণের মধ্যে। হেজিমনি প্রত্যয়ের সবচেয়ে ভাল দৃষ্টান্ত হচ্ছে যখন পাঠকেরা কোন নির্দিষ্ট ইস্যু বা প্রচারণায় প্রতিক্রিয়া দেখায়। অতি সম্প্রতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জাপানের কিটো শহরে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাবনা যা বিশ্বের উষ্ণায়ন হ্রাসের পক্ষে তার কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ মার্কিন সরকার মনে করে, এই প্রস্তাবনা মেনে চলতে গেলে অনেক ক্ষতিকারক শিল্পকারখানা হয় বন্ধ করতে হবে নতুবা পুনঃসংস্কার করতে হবে। বিশেষ করে মার্কিন বিদ্যুৎ স্থাপনাসমূহ। অথচ বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্যুত স্থাপনাগুলো বন্ধ না করার পক্ষে প্রচারণা চালানো হচ্ছে, অর্থাৎ তারা দেশের উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়ার উপর জোর দিচ্ছে অথচ উষ্ণায়নের কারণে আজ বিশ্ব যে মারাত্মক সংকটের মুখোমুখি এবং এর পিছনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পৃথিবীর শিল্পায়িত দেশসমূহ জড়িত– তা তাদের প্রচারণার মধ্যে আসছে না বা আসলেও অস্পষ্টভাবে বা গরীব দেশগুলোর উপর দোষারোপ করার মাধ্যমে তা করা হচ্ছে।

তাই পরিশেষে বলা যায় যে, সংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব ও সংস্কৃতির রাজনীতিকরণের পিছনে গ্রামশির হেজিমনির ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাঁর 'প্রাধান্য' ও 'অধীনতা' প্রত্যয়সমূহ, সামাজিক সংগঠনের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। গ্রামশি, শ্রেণী প্রাধান্য ও স্বৈরাচারকে যেভাবে প্রাত্যহিক 'সাধারণ জ্ঞানের' নিয়মমাফিক কাঠামোর মধ্য থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন তা সত্যই আকর্ষণীয়। যদিও ভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে বিভিন্নজন গ্রামশির হেজিমনি প্রত্যয়টির সমালোচনা করেছেন। অনেকের মতে, সংস্কৃতি, একটি শ্রেণীর প্রাধান্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে দেখা উচিত নয়। এটির মধ্যে সকল শ্রেণীর অংশগ্রহণ লক্ষ্যণীয়। Dominic Strinati মনে করেন, ফ্রাংকফুট স্কুলের মতোই গ্রামশির বিশ্লেষণটি শ্রেণীভিত্তিক এবং যা মানুষ ও সংস্কৃতির মধ্যকার সম্পর্ককে বেশ সহজ করে দেখে। আবার অনেক তাত্ত্বিকের মতে, গ্রামশির এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবতা বিবর্জিত কারণ তিনি তাঁর এই প্রত্যয়টির বিকাশে কোনো শ্রোতা, পর্যবেক্ষণ বা এমন কিছু, যা জনতা ও তাদের আচরণের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত– তা ব্যবহার করেননি। তা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি তাঁর হেজিমনি প্রত্যয়টি মার্ক্সবাদে একটি নতুন মাত্রা যোগ করেছে। গ্রামশির বিবেচনায় উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিকীকরণের তুলনায় সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক উৎপাদনের উপায়সমূহের সামাজিকীকরণের গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। তিনি দেখতে পেয়েছিলেন, পুঁজিবাদ এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করছে যা সহজেই শ্রমিক আন্দোলনের অর্থনীতিকতাবাদী প্রবণতাকে কাজে লাগিয়ে সেই আন্দোলনের ধারাকেই নষ্ট করে দিতে পারে। শ্রমিক শ্রেণী তার নিজস্ব সত্তাকে অতিক্রম করে হেজিমনির স্তরে পৌছতে পারলে তবেই তারা সমাজের কাঠামোগত পুনঃসংগঠনে তাদের যোগ্য ভূমিকা গ্রহন করতে পারবে। গ্রামশির মতে, প্রত্যেক বিপ্লবের পূর্বাহ্নেই ঘটে সমালোচনার সুতীব্র প্রয়াস, সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তার এবং জনগণের মধ্যে ধ্যানধারণার সঞ্চার। প্রোলেতারীয় চেতনার বিকাশই সৃষ্টি হতে পারে সেই 'সমষ্টিগত বোধ', যা সমষ্টিগত রাজনৈতিক কর্মকান্ডের জন্ম দিতে পারে এবং এই সমষ্টিগত কর্মকাণ্ডই নতুন ঐতিহাসিক বাস্তবতার পত্তন করতে পারে। এই কর্মকাণ্ডই সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণার সঙ্গে সৃষ্টিশীল দ্বান্দ্বিকতার মধ্য দিয়ে সমাজের রূপান্তর ঘটাতে পারে। কিন্তু বর্তমানে সাংস্কৃতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে গণমাধ্যম প্রভাবশালী গোষ্ঠীর হেজিমনিক ধ্যানধারণাসমূহ প্রচার করে। রাষ্ট্রীয় শাসকবর্গ এই গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে জনগণের উপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য এবং তাদের মধ্যে একটি নয়া মূল্যবোধের জন্ম দেওয়ার জন্য। অর্থাৎ অন্য দিক থেকে বলতে গেলে, গণমাধ্যমসমূহ সমাজে একটি বৌদ্ধিক হেজিমনি ও একটি নতুন শ্রেণীর বিকাশে শক্তি হিসাবে কাজ করে।

তথ্য নির্দেশ ঃ

Ashe, F (ed.) (1999), *Contemporary Social and Political Culture*, Buckingham : Oxford University.

Currean, James (ed.) (1982), *Culture, Society and the Media,* London : Methuen.

Freeth, Tony (1985), 'Racism on Television : bringing the colonies back home' in Choen, Phil and Gardner, Carl, *It Ain't Half Racist, Mum- Fighting Racism in the Media,* London : Comedia Publishing Group.

Gitlin, Todd (1994), 'Prime Time Ideology : The Hegemonic Process in Television Entertainment' in Newcomb, Horace, *Television- The Critical View,* New York : Oxford University Press.

Gramsci, Antonio (1971) : *Selections from the Prison Notebooks*, London : Lawrence and Wishart.

Hall, Stuart (1995), 'The Whites of Their Eyes - Racist Ideologies and the Media' in Dines, Gail and Humez, Jean M, *Gender, Race and Class in Media- A Text Reader,* London and New Delhi : Sage Publications.

Jenks, C (1995), *Culture*, London : Routledge.

Lapsley, Robert & Michael Westlake (1988), *Film Theory: An Introduction,* Manchester : Manchester University Press.

Ross, Karen (1996), *Black and White Media- Black Images in Popular Film and Television*, Cambridge : Polity Press.

Simon, Roger (1991), *Gramsci's Political Thought: An Introduction,* London : Lawrence and Wishart.

Strinati, Dominic (1995), *An Introduction to Theories of Popular Culture,* London and New York : Routledge.

গ্রামশি, আনতোনিও, (১৯৯৩), *নির্বাচিত রচনা সংগ্রহ*, সৌরীন ভট্টাচার্য ও শমীক বন্দোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত, কলিকাতা ঃ পার্ল পাবলিশার্স।

সেন, রঙ্গলাল (১৯৯৭), *সমাজকাঠামোঃ পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র*, নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।